''বাপদাদার বিশেষ পছন্দের অগ্রাধিকার আর জ্ঞানের ফাউন্ডেশন - পবিত্রতা''

আজ ভালবাসার সাগর বাপদাদা তাঁর ভালোবাসার স্বরূপ বাচ্চাদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন। সকল বাচ্চাদের মনে বাবার ভালোবাসা সমাহিত রয়েছে। ভালোবাসা সব বাচ্চাদেরকে দূর থেকে সমীপে নিয়ে আসে। ভক্ত আত্মা ছিলে, তাই বাবার থেকে কতো দূরে ছিলে। সেইজন্য চতুর্দিকে খুঁজে বেড়াতে আর এখন এতটা সমীপ হয়ে গেছো যে, এক একজন বাচ্চা নিশ্চয় আর নেশার সাথে বলে থাকে, আমার বাবা আমার সাথে আছেন। সাথে আছেন নাকি খুঁজতে হয় যে - এদিকে আছেন নাকি ওদিকে আছেন? তো কতখানি সমীপ হয়ে গেছো! কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যে পরমাত্মা কোথায় আছেন? তখন কী বলবে? আমার সাথে আছেন। গর্বের সাথে বলবে যে, এখন তো বাবাও আমাকে ছাড়া থাকতে পারেন না। তো এতটাই সমীপ, সাথী হয়ে গেছো। তোমরাও এক সেকেন্ডও বাবাকে ছাড়া থাকতে পারো না। কিন্তু যখন মায়া আসে তখন কে সাথে থাকে? সেই সময় যদি বাবা সাথে থাকেন তবে কি মায়া আসতে পারে? কিন্তু না চাইলেও মাঝে মাঝেই বাচ্চারা বাবার সাথে লুকোচুরি খেলা করে থাকে। বাপদাদা বাচ্চাদের এই খেলাও দেখতে থাকেন যে, বাচ্চারা একদিকে বলছে আমার বাবা, আমার বাবা আর অন্যদিকে দূরেও সরে যাচ্ছে। এখানে যদি এখন এইভাবে দূরে সরে থাকো, তবে তো বাবা তোমাদেরকে দেখতে পাবেন না, তাই না? তো তখন তোমরা মায়ার দিকে চলে যাও। বাবাকে দেখার দৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায় আর মায়াকে দেখার দৃষ্টি খুলে যায়। তো লুকোচুরির খেলা কখনো কখনো তোমরা খেলো? তবুও বাবা বাচ্চাদের প্রতি করুণাময় হয়ে মায়ার থেকে কোনো না কোনো ভাবে তোমাকে সরিয়ে নিয়ে আসেন। সে বেহুঁশ করে দেয় আর বাবা হুঁশ ফিরিয়ে আনেন যে তোমরা হলে আমার। স্মরণের যাদুতে তিনি তোমাদের বন্ধ চোখ খুলে দেন।

বাপদাদা জিজ্ঞাসা করেন যে বাবার প্রতি সকলের ভালোবাসা কত পারসেন্ট? তখন সবাই বলে - ১০০ পারসেন্টের থেকেও বেশী। পদমগুণ ভালোবাসা আমাদের। এই কথাই তো বলো তোমরা না? আচ্ছা যাদের পদমগুণের থেকে কম রয়েছে, কোটি, লাখ, হাজার, শত রয়েছে, তারা হাত তোলো। (কেউ হাত তোলেনি) আচ্ছা, সবাই তাহলে পাকাপোক্ত! বাপদাদা তাহলে আরেকটা প্রশ্ন করবেন! তখন যেন কথটা বদলে না যায়। আচ্ছা এটা তো খুবই ভালো খুশীর খবর শোনালে যে পদমগুণ ভালোবাসা রয়েছে।

এখন বাবা জিজ্ঞাসা করছেন যে, ভালোবাসার প্রমাণ কি হয়ে থাকে? (সমান হওয়া) তো সবাই সমান হয়েছো? (না) তাহলে তো পদমগুণ থেকে কম হয়ে গেলো! তোমরা সবাই বলবে যে এখন সম্পূর্ণ হতে কিছুটা সময় বাকি আছে, তাই হয়ে যাবে - এই রকম? কিন্তু যাকে ভালোবাসে সে যদি বলে যে তুমি ভালোবাসার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়ে দাও, তো সে তাই দিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে। বাপদাদা জীবন তো নেন না, কারণ জীবনে থাকবে তারা, তাদেরকে দিয়ে সেবা করাতে হবে। কিন্তু একটি বিষয়ে বাপদাদার বাচ্চাদেরকে অবাক করে দিতে হয়, অল্প সময়ের জন্য হলেও। সে তো তোমাদেরকে বলে থাকেন যে আশ্চর্য হতে নেই। কিন্তু বাপদাদার অবাক করে দিতে হয়, তাঁকে তাঁর পার্ট প্লে করতে হবে। প্রাণ বিসর্জন করা ছাড়ো, কিন্তু ভালোবাসার লক্ষণ হলো নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করা, সে যা বলবে তা করা। তো বাবা কেবল একটি বিষয়ে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করা দেখতে চান। বিষয় তো অনেক আছে, কিন্তু বাবা অনেক বিষয়ে নয়, একটি বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত হওয়া দেখতে চান। সেটার জন্য তো হাত তুলে থাকে, প্রতিজ্ঞাও করে থাকে। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করার পরেও করে যেতে থাকে। সেটা কী? প্রত্যেকে নিজে ভাবে যে, বাবার থেকে বারে বারে দূরে সরে যাওয়ার মূল সংস্কার বা আসল দুর্বলতাটা কি? প্রত্যেকে নিজের মূল দুর্বলতাকে নিজে জানো, তাই না? তো সেই দুর্বলতাটিকে জেনেও সেটাকে সমর্পণ করছো না কেন? ৬৩ জন্মের সাথী বলে? তার প্রতি এত ভালোবাসা?

ভালবাসার অর্থই হলো যাকে ভালবাসি সে যেটা ভালোবাসে সেটাই করা। মনে করো যাকে ভালোবাসো সে একটা কথা বলছে আর তুমি আরেকটা কথা বলছো, তখন কি হয়ে যাবে? তাতে ভালোবাসা বাড়বে নাকি ঝগড়া হবে? সেই সময় ভালোবাসা কি বলবে যে, লাঠি দিয়ে একজন আরেকজন খুব মারপিট করুক? তো বাবার পছন্দ কি? বাপদাদা বলেন, সমান হওয়ার পিছনে অনেক কারণ রয়েছে। ব্রহ্মা বাবার বিশেষত্ব গুলিকে দেখো আর ব্রহ্মা বাবার সমানই হতে হবে, তাহলে কত বড় লিস্ট রয়েছে? তার জন্যও বাপদাদা বলেন যে, চলো কোনো ব্যাপার নয়। একটি দুটি বিষয় কম থাকলেও কোনও ব্যাপার না। কিন্তু মূল যে ফাউন্ডেশন রয়েছে, যা হলো ব্রহ্মা বাবার জ্ঞানের আধার, সেটা কী? ব্রহ্মা বাবা শিব

বাবার বিশেষ পছন্দের অগ্রাধিকার কোনটি? (পবিত্রতা, অন্তর্মুখীতা, নিশ্চয়বুদ্ধি, সত্যতা-স্বচ্ছতা)। বাস্তবে ফাউন্ডেশন হলো - পবিত্রতা। কিন্তু পবিত্রতার পরিভাষা হলো অত্যন্ত গূঢ়। পবিত্রতা যেখানে থাকবে সেখানে নিশ্চয়, সত্যতা-স্বচ্ছতা, এই সব গুলো চলে আসবে। কিন্তু বাপদাদা দেখেন যে, পবিত্রতার গূঢ় ভাষা, পবিত্রতার গূঢ় রহস্য এখন বুদ্ধিতে পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। ব্যর্থ সংকল্প চলা বা চালানো, নিজের ভিতরেও চলছে আর অন্যদের মধ্যে চালানোরও নিমিত্ত হচ্ছে। তো ব্যর্থ সংকল্প - এটা কি পবিত্রতা? তাহলে সংকল্পের পবিত্রতার রহস্য সকলের মধ্যে প্র্যাকটিক্যালি আসা উচিত তাই না? এমনিতে দেখা যায় তো, পাঁচটি বিকার, তা সে কাম হোক, মোহ হোক, সবথেকে নম্বর ওয়ান হলো কাম আর লাস্ট হলো মোহ। কিন্তু যে কোনো বিকার যখন চলে আসে, আগে সেটা সংকল্পে আসে। ব্যর্থ সংকল্প ক্রোধও উৎপন্ন করে, তো কাম অর্থাৎ ব্যর্থ দৃষ্টি, কোনো আত্মার প্রতি যদি ব্যর্থ দৃষ্টিও যায়, তবে সেই সময় সেটাকে পবিত্রতা বলে মানা যাবে না। সুতরাং এই ব্যর্থ সংকল্প বাবার কাছে কেন সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দিচ্ছো না? করে দিতে পারবে? (হ্যাঁ বাবা) হা জী বলা তো খুব সহজ। কিন্তু বাপদাদার কাছে তো সকলের চার্ট থাকে তাই না? এখনও পর্যন্ত পাঁচটি বিকারের ব্যর্থ সংকল্পই মেজরিটির চলে। সেটা যে বিকারই হোক। এই রকম কেন, এটা কি, এই রকম তো হওয়া উচিত না, এই রকম হওয়া উচিত... অথবা একটা কমন কথার কথা বাপদাদা বলছেন, জ্ঞানী আত্মাদের মধ্যে হয় নিজের গুণের, নিজের বিশেষত্বের অহমিকা (অভিমান) চলে আসে, আর না হলে যত যত এগিয়ে যেতে থাকে ততই নিজের কোনো একটি ব্যাপারে ঘাটতি দেখে, দুর্বলতা নিজের পুরুষার্থের নয়, বরং নাম, মান, মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা, আমার মতামতকে গুরুত্ব কেন দেওয়া হলো না, আমাকে আগে রাখা হলো না, সেন্টার ইন-চার্জ করা হলো না, সেবার ক্ষেত্রে, বিশেষ পার্ট দেওয়া হলো না - এই সব দুর্বলতা গুলি, এই সব ব্যর্থ সংকল্পও বিশেষ জ্ঞানী আত্মাদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর আজকাল এই দুটোই হলো ব্যর্থ সংকল্পের আধার। তো আজকে যখন সেবাতে যাবে, তখন একদিনের দিনচর্যাকে নোট করবে আর চেক করবে যে, একদিনে এই দুটি বিষয়ে, সেটা অহমিকাই হোক কিম্বা অন্য শব্দে বললে অপমান - আমাকে কম কেন দেওয়া হলো, আমারও এই পদ পাওয়া উচিত ছিল, আমাকেও আগে রাখতে হতো, তো এ'গুলিকে তোমরা অপমান বলেই তো মনে করো তাই না - তো এই দুটি কথা অভিমান (অহমিকা) আর অপমান - এই দুটিই হলো বর্তমানে ব্যর্থ সংকল্পের কারণ। এই দুটিকেই যদি সমর্পণ করে দাও তবে বাবার সমান হওয়া খুব কঠিন নয়। তো সমর্পণ করার শক্তি আছে তোমাদের? আচ্ছা, কতটা সময়ের মধ্যে? এখন এটা হলো নভেম্বর না! নতুন বছর আসছে, তো দুই মাস এখনও বাকি রয়েছে। নতুন বছরে এমনিতেও নতুন খাতা রাখা হয়ে থাকে, তো প্রত্যেকে তা সে টিচার হোক, বিদ্যার্থী হোক, মহারথী হোক কিম্বা পেয়াদা। এই রকম নয় যে এটা তো কেবল মহারথীদের জন্য, আমরা তো জুনিয়ার! রাজ্য ভাগ্য নেওয়ার সময় কেউ তো বলবে না যে, আমি তো ছোট, সেই সময় তো বলবে যে, সেকেন্ড নারায়ণ আমাকেই বানিয়ে দাও। সুতরাং প্রত্যেকের কেবল দুটি শব্দে নিজের সমাচার দিতে হবে আর সেই পোস্টের উপরে বিশেষ করে লিখে দিতে হবে - "অবস্থার পোতামেল"। তো সেই পোস্ট বিশেষ ভাবে আলাদা হয়ে যাবে। আর ভিতরে লিখতে হবে যে, ব্যর্থ সংকল্প কত পার্সেন্ট সমর্পিত হয়েছে? ৫০ পার্সেন্ট নাকি ১০০ পার্সেন্ট সমর্পিত হয়েছে? কেবল এক লাইন লিখতে হবে, বেশী লম্বা চওড়া লিখতে হবে না। যে বেশী লম্বা চওড়া লিখবে তার পত্র আগেই ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে। তাহলে তৈরী তোমরা? জোরে বলো - হ্যাঁ বাবা কিম্বা না বাবা? যারা মনে করো যে এতে সাহসের প্রয়োজন, টাইমও চাই, তারা এখনই হাত তুলে দাও, তাদেরকে আগেই বাদ দিয়ে রাখা হলো। কেউ এই রকম আছে নাকি পরে লিখবে যে, চেষ্টা তো অনেক করলাম কিন্তু হলো না। এই রকম লিখবে না তো? পাক্কা তো? আচ্ছা।

বাপদাদা দেখেছেন যে, ভালোবাসা তোমাদেরকে তো মধুবন পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। কিন্তু এই রকম ভালবাসা নিয়ে কোথায় পৌঁছাতে হবে? বাবার সমান হতে হবে না? তো যেমন তোমরা মধুবনে ছুটতে ছুটতে চলে আসো না যে আমার নাম অবশ্যই লিখবে, আমার নাম অবশ্যই লিখবে? আর নাম না নিলে তখন টিচারকে একটু চোখও রাঙাও। তো যেমন মধুবনের জন্য ভালোবাসার টানে ছুটতে থাকো, চলে আসো, ঠিক সেইরকম পুরুষার্থও করো যে, আমার নাম বাবার সমান হওয়াতে যেন প্রথম স্থানে হয়। তো এই পবিত্রতার ফাউন্ডেশনকে পাকাপোক্ত করো। ব্রহ্মা বাবা পবিত্রতার কারণে, এই এক নতুনত্বের কারণে গালিও শুনেছেন। তো পবিত্রতা হলো ফাউন্ডেশন আর ফাউন্ডেশনের ব্রহ্মচর্য ব্রত ধারণ করা, এটা তো একটা কমন ব্যাপার। কিন্তু এখন তোমরা এগিয়ে চলেছে, তোমাদের শৈশবের স্টেজ নেই, এখন তো বাণপ্রস্থ স্থিতিতে যেতে হবে। আমি ব্রহ্মচারী তো থাকি, পবিত্রতা তো আছেই, কেবল এতেই খুশী হয়ে যেও না। এমনিতে এখন দৃষ্টি - বৃত্তিতে পবিত্রতাকে আরও বেশী করে আন্ডারলাইন করো। কিন্তু মূল ফাউন্ডেশন হলো নিজের সংকল্পকে শুদ্ধ বানাও, জ্ঞান স্বরূপ বানাও, শক্তি স্বরূপ বানাও। সংকল্পের মধ্যে অনেক দুর্বলতা রয়েছে। কি করবো, করতে পারছি না, কি জানি কি হয়ে গেলো... এটা কি তবে পবিত্রতার শক্তি হলো? পবিত্র আত্মা বলবে - কি করবো, হয়ে গেছে, হয়ে যায়, চাই তো না কিন্তু...? এ কোন্ আত্মা? পবিত্র আত্মা বলে নাকি দুর্বল আত্মা বলে? ত্রিকালদর্শী আত্মা তোমরা। যখন কেন, কি বলে

থাকো, তো বাপদাদা বলেন, এদেরকে জিজ্ঞাসুদের সামনে নিয়ে যাও, তাদেরকে তোমরা চিত্র দেখিয়ে বুঝিয়ে থাকো যে, ৮৪ জন্মকে আমরা জানি। তাদেরকে বোঝাচ্ছো ৮৪ জন্ম আর নিজে করছো, এখন কি, কেন? যখন তোমরা জানো, তাহলে যে জানবে, সে কে, কেন বলবে কি? তারা জানে যে, এটা এইজন্য হয়। কি এর উত্তর আপনা থেকেই তার বুদ্ধির মধ্যে চলে আসবে যে, মায়ার প্রভাবের কারণে পরবশ। মহারথী হোক কিম্বা পেয়াদা। মহারথীদেরও যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে, তবে সেই ভুল এর সময় তো সে মহারথী নয়, পরবশ। বুঝেছো, নতুন বছরে কি করতে হবে? ব্যর্থের সমাপ্তির নতুন খাতা। ঠিক আছে? পাক্কা? নাকি কোনো না কোনো কারণের কথা বলবে? যদি কোনো কারণ এসে থাকে তবে কোনও নতুন প্ল্যান বলে দেওয়া হবে। এখন বলবো না। এখন বলে দিলে তবে তো তোমরা কোনো রীজন (কারণ) বের করে ফেলবে। কারণ নয় নিবারণ। সমস্যা স্বরূপ নয়, সমাধান স্বরূপ।

এখন প্রকৃতিও (তত্ব) ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। প্রকৃতিরও সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল। তো প্রকৃতিও তোমাদের অর্থাৎ প্রকৃতিপতি আত্মাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছে যে, এখন তাড়াতাড়ি করো। আর দেরী ক'রো না। আচ্ছা!

বাপদাদাকেও এই তনকে চালনা করতে হয়। চলবে কি চলবে না, কিন্তু চালাতে তো হয়। কেননা বাচ্চাদের প্রতি বাবার ভালোবাসা রয়েছে । তো এতখানি প্রিয় আত্মারা আসবে আর বাবা রুহরিহান (আন্তরিক বার্তালাপ) করবেন না তা কি করে হয়! তাই জোর করেই চালনা করতে হয়। আচ্ছা, সকলে খুশী তো? বাবার সাথে মিলিত হতে পেরেছো - সন্তুষ্ট তো না?

চতুর্দিকের পদমগুণ প্রেম স্বরূপ আত্মাদেরকে, সদা নিজেকে নির্বিকল্প বানানো বিশেষ আত্মাদেরকে, সর্বদা বাবা আর নির্বিঘ্ন সেবার প্রতি একাগ্র চিত্তে মগ্ন থাকা আত্মাদেরকে, সর্বদা বাবার স্নেহে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্পিত হওয়া সকল আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার ।

আচ্ছা! সবাই খুশী? কেউ মনঃক্ষুন্ন হওনি তো যে - বাবার সাথে মিলিত হতে পারলাম না? রাজকে (রহস্য /secret) যে জানবে সে কখনো নারাজ বা মনঃক্ষুন্ন হবে না।

দাদীদের সাথে : - দেখুন আপনাদের অর্থাৎ আদি রত্নদের প্রতি সকলের ভালোবাসার সাথে সাথে শুদ্ধ মোহ বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। সকলেই দেখছে আদি রত্ন রয়েছেন যখন তাহলে সব ঠিক আছে। তো আপনাদের প্রতি সকলের শুদ্ধ মোহ বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। বাপদাদা এনাদের (চন্দ্রমণি দাদী, রতনমোহিনী দাদী) প্রতিও অত্যন্ত খুশী। জ্ঞান সরোবরের দায়িত্বও আপনারা সামলেছেন। দায়িত্ব কোথায়, সে হলো খেলা। ভারী ভাব ছিল কি? খেলা তো হাল্কা হয়ে থাকে না? তো দায়িত্ব কোথায়, এ হলো খেলা। তো বাপদাদা খুশী যে সময় মতো সহযোগী হয়েছেন এবং আদি থেকে সহযোগী হয়েছেন। আদি থেকে 'আজ্ঞে বাবা' (হা জী) করে এসেছেন - এটাই হলো সাকার বাবার আপনাদের সকলকে বিশেষ বরদান। ব্রহ্মা বাবার 'না' শব্দ কখনো ভালো লাগতো না। এ'কথা তো আপনারা জানেন, অনুভব রয়েছে আপনাদের।

ঈশু দাদীর প্রতি : - ইনি আদি থেকে এখনও পর্যন্ত খুব সুন্দর পার্ট প্লে করেছেন। আর আপনার (দাদী প্রকাশমণিকে) তো বিশেষ সহযোগী ইনি। যে কোনো বিষয়ে অন্যদের কথা মন দিয়ে শোনার ব্যাপারে এবং বোঝার ব্যাপারে খুব ভালো। কারণ তিনি যথেষ্ট পরিপক্ক (mature) । এই পরিপক্কতার গুণ অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যেতে সাহায্য করে । মনে করো কোনো কথা প্রকাশ করে দিলে, ভাবলে যে ভালোই করেছো। বলে দেওয়ার ফলে অর্ধেক লাভ চলে যায়। অর্ধেক লাভ চলে গেলো, অর্ধেক লাভ কেবল জমা হলো। আর যে গম্ভীর বা পরিপক্ক হবে, তার সম্পূর্ণতাটাই জমা হবে। বলা হয়ে থাকে না - দেখো জগদম্বা গম্ভীর (mature) ছিলেন, তোমাদের সাথে হয়তো স্থূল সেবা কম করেছিলেন, তোমরা অনেক বেশী সেবা করছো, কিন্তু এই গম্ভীরতার গুণ থাকার কারণে মাম্মার ফুল খাতা জমা হয়েছিল। কাট্ হয়ে যায়নি। অনেকে অনেক বেশী করে থাকে, ফলে তাদের লাভের থেকে অর্ধেক বা পৌনেই কাট্ হয়ে যায় । যখন তোমরা এই রকম করো, কোনো ব্যাপার হলো তো পুরোটাই কাট্ হয়ে গেলো আর যদি অল্পও হয় তবে এক তৃতীয়াংশই কাট্ হয়ে যায় । সেই রকমই তুমি যদি তোমার কথা অর্ধেক বর্ণন করে দাও তবে অর্ধেক কাট্ হয়ে যাবে। তাহলে কতটুকু বাঁচলো? তো জগদম্বার এই বিশেষত্বের দ্বারাই - জমার খাতা বেশী ছিল। তিনি ছিলেন গম্ভীরতার (maturity) দেবী। সেই রকমই বাকি সকলকেই হতে হবে। সে যারা মধুবনেই থাকো, সেবা কেন্দ্রেই থাকো না কেন, বাপদাদা সকলকেই বলছেন যে, গম্ভীরতার দ্বারা নিজের মার্ক্স একত্র করো, বর্ণনা করলে জমা হয় না, খরচ হয়ে যায়, সে তুমি ভালো কথাই বর্ণনা করো কিম্বা খারাপ কথা। আচ্ছা যখন ভালো কথা বর্ণনা করছো তখন সেটা হলো নিজের অহংকার আর যদি খারাপ কিছু বর্ণনা করছো,

কার অপমান করাচ্ছো? তো প্রত্যেককে দেখে যেন গম্ভীরতার দেবী আর গম্ভীরতার দেবতা বলে মনে হয়। এখন গম্ভীরতার (to remain Mature) অত্যন্ত বেশী আবশ্যকতা রয়েছে। এখন কথা বলার অভ্যাস অত্যধিক হয়ে গেছে। কারণ এখন তোমরা ভাষণ করে থাকো, ফলে যা মুখে আসে বলতেই থাকো। কিন্তু প্রভাব যতখানি গম্ভীরতার পড়ে ততখানি বাণীর প্রভাব পড়ে না। আচ্ছা।

*বরদানঃ-* আত্মিক (রুহানী) গোলাপ হয়ে চতুর্দিকে আত্মিক গুণের (রুহানিয়ত) সৌরভ ছড়িয়ে দেওয়া আকর্ষণ মূর্তি ভব

সর্বদা স্মৃতিতে যেন থাকে যে, আমরা হলাম ভগবানের বাগানের আত্মিক গোলাপ। আত্মিক বা রুহানী গোলাপ অর্থাৎ যে কখনোই তার আত্মিক গুণকে দূরে সরিয়ে রাখে না। ফুলের মধ্যে যেমন সুগন্ধ মিশে থাকে, সেই রকম তোমাদের সকলের আত্মিক গুণের সৌরভ যেন আপনিই থাকে যাতে অটোমেটিক্যালি তা চারিদিকে ছড়িয়ে যেতে পারে আর সকলকে তোমাদের দিকে আকৃষ্ট করাতে থাকে । এখন তোমরা এই রকম সুরভিত বা আকর্ষণ মূর্তি হয়ে ওঠো বলেই তোমাদের স্মরণিক মন্দিরেও তখন ধূপকাঠি, ধূনো ইত্যাদির দ্বারা সুগন্ধিত করা হয়।

*স্লোগানঃ-* পরোপকারী সে, যে স্ব-পরিবর্তনের দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তন করবার নিমিত্ত হয় ।

সূচনাঃ - আজ মাসের তৃতীয় রবিবার, সন্ধ্যা ৬.৩০ থেকে ৭.৩০ টা পর্যন্ত বিশেষ যোগের অনুভব করুন যে, বাপদাদার ললাট থেকে শক্তিশালী কিরণ নির্গত হয়ে আমার ভ্রুকুটির উপরে পড়ছে আর সেই কিরণ আমার মধ্যেকার সংস্কার গুলির পরিবর্তন করে বিশ্ব সংসারকে পরিবর্তনের কার্য করছে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;